মাসিক
দুদক দর্পণ

৮ম বর্ষ • ১৯তম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ • মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

"সম্পাদকীয়"

২০১৭ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রথম বারের মতো পাঁচ বছর মেয়াদি নিজস্ব কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তার অনুমোদন দেয়। এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এক বছর মেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০১৭ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন প্রথম বছরের (২০১৭) কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ৮টি কর্মকৌশল বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই ৮টি কৌশলের মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যকর, দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল, কার্যকর শিক্ষা কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি। এই কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে এ বছরই কমিশনের নিজস্ব হাজতখানা, সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট, গোয়েন্দা ইউনিট, দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬, রেকর্ড রুম নির্মাণ, সম্পদ পুনরুদ্ধার ইউনিট গঠনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কমিশনের হাজারেরও বেশি কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রসিকিউশন এবং প্রতিরোধের ওপর উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট নিয়ে নিয়মিত পলাতক আসামি গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

২০১৭ সালের ২৭শে জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটললাইন-১০৬ এর উদ্বোধন করেন। যা এখন দেশের সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ২৭শে জুলাই চালু হওয়ার পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৫,২০,৭৪৭টি কল এসেছে দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ। তন্মধ্যে ৭৪৯টি অভিযোগ রেকর্ড করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫টি অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, ৫টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে, ৪০টি অভিযোগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬৮৯টি গ্রহণ করা হয়নি।

০৭ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের আর্মড ইউনিটের সদস্য হিসেবে পুলিশের ২০জন সশস্ত্র সদস্য দুর্নীতি দমন কমিশনে যোগদান করে। কমিশনের আর্মড ইউনিটের সদস্যরা মামলার অনুসন্ধান বা তদন্ত কাজে অংশগ্রহণ করবেন না। তারা শুধু দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে সম্পৃক্ত থাকবেন।

কমিশনের মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিদের সাময়িকভাবে নিরাপদে রাখার জন্য কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হাজতখানা নির্মাণ করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে হাজতখানা পরিচালনা করা হচ্ছে। আসামিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একজন ডাক্তারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই অগ্রযাত্রাকে সম্মিলিতভাবেই এগিয়ে নিতে হবে। ৯৯

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট
http://www.acc.org.bd

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে

- সভা/সেমিনার
- ফাঁদ মামলা
- গ্রেফতার
- বিচারিক আদালতে সাজা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট

সভা/সেমিনার

১

২

৩

১. রাজধানীর উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে "সততা স্টোর" উদ্বোধন করেন দুদক কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলাম।
২. মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
৩. এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন পারকাস-এর সঙ্গে কথা বলছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

ফাঁদ

জানুয়ারি মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নাজমুল কবীর, উপপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর, যশোর।	মদ ব্যবসায়ী জনৈক শেখ মহব্বত আলী সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিয়ে নাভারনে বাংলা মদের ব্যবসা করেন। তার লাইসেন্স নবায়নের জন্য গত জুলাই মাসে যশোর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আবেদন করেন। পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর উপপরিচালক নাজমুল কবির তার কাছে লাইসেন্স নবায়নের জন্য তিন লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। কিন্তু তিনি ঘুষ দিতে রাজি হননি। পরবর্তীতে দুদকের হটলাইন-১০৬ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করেন। লাইসেন্স নবায়নের জন্য তিনি দুই লাখ টাকা' সমজোতা করেন। সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দুদক প্রধান কার্যালয় থেকে ৯ সদস্যের টিম ঘুষের দুই লাখ টাকাসহ উপপরিচালক নাজমুল-কে হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।
মোঃ ফারুক হোসেন, বেঞ্চ ক্লার্ক, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, উজিরপুর বরিশাল।	জনৈক মোঃ নাজেম আলী হাওলাদার-এর নিকট ৩১ ধারার শুনানির রায়ের কপি সরবরাহের জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল-এর বেঞ্চ ক্লার্ক মোঃ ফারুক হোসেন ১০,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। উক্ত ঘুষ গ্রহণকালে দুদক বরিশাল টিমের সদস্যরা মোঃ ফারুক হোসেনকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।

(ছবি : সংগৃহীত)

গ্রেফতার

জানুয়ারি মাসে কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়মিত মামলার ১০জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকজন গ্রেফতারকৃত আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ইঞ্জি: আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা, স্বত্বাধিকারী-জামান কনস্ট্রাকশন, জামান রোজ গার্ডেন, বাড়ি নং-১২৩, সড়ক নং-১৩/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	পরস্পর যোগসাজশে জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে নিজে লাভবান হওয়া এবং অন্যকে লাভবান করার অসৎ উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার ০৪৬৫ অযুতাংশ জমির স্থলে ০৭৫০ অযুতাংশ জমির ভূয়া কাগজপত্র সৃষ্টি করে ০৬ তলা বিল্ডিং সম্পূর্ণ নির্মাণ এবং ৭ম, ৮ম, ৯ম তলা আংশিক নির্মাণ করেন।
মোঃ সাইদুর রহমান, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বাউফল ও সভাপতি, ইউনিয়ন হতদরিদ্র নামের তালিকা বাছাই কমিটি, বরিশাল ও অন্য ০১জন।	ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে ২৩৩ জন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে হতদরিদ্র ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নামে বরাদ্দকৃত ৬,৯৯০ কেজি চাল যার সরকারি মূল্য ২,৫৯,৩০৮/- টাকা অনিয়মিত বিতরণপূর্বক আত্মসাৎ।
উদয়ন চাকমা, ফার্মাসিস্ট, বাবুছড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।	২০১৩ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য বিভাগে ফার্মাসিস্ট পদে নিয়োগে সনদ জালিয়াতি করে টাকার বিনিময়ে উদয়ন চাকমা ও সুমন চাকমাকে ফার্মাসিস্ট পদে নিয়োগ প্রদান।

(ছবি : সংগৃহীত)

বিচারিক আদালতে সাজা

নভেম্বর মাসে ২৯টি মামলায় বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে, এর মধ্যে ২০ মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মিসেস ইসমতারা, স্বামী-মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ওরফে মোহাম্মদ আলী, বাড়ি নং-৩০৮, রোড নং-০৪, বারিধারা, ডিওএইচএস, ঢাকা।	আসামি মিসেস ইসমতারা-কে ০৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
সুমন কুমার দাস, শাখা ব্যবস্থাপক গ্রামীন ব্যাংক লিঃ, ফুলবাড়ী শাখা, দিনাজপুর।	আসামি সুমন কুমার দাস-কে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৩৮,১৯,৯০০/- টাকা জরিমানা প্রদান।
সৈয়দ আহমদ, খাদ্য পরিদর্শক, করিমগঞ্জ খাদ্য গুদাম, কিশোরগঞ্জ।	আসামি সৈয়দ আহমদ-কে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১২,১০,৮৮৫/- টাকা জরিমানা প্রদান।

(ছবি : সংগৃহীত)

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন জানুয়ারি মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৩৮টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টাল ষ্টিল এন্ড শীপ ব্রেকিং লিমিটেড, মাঝিরঘাট রোড, চট্টগ্রাম, সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ও অন্য ০১জন।	বেসিক ব্যাংক লি: এর সুদাসলসহ মোট ১৩৪,৯৩,৬৬,১৮৫/- টাকা আত্মসাৎ।
মো: সেতাফুল ইসলাম, প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে-ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, পিরোজপুর।	এল এ কেসের বিপরীতে ৫ কোটি টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।

(ছবি : সংগৃহীত)

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট

কমিশন জানুয়ারি ২০১৮ মাসে ৫৬টি মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে ৩১টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কে, এম নজরুল ইসলাম, সাবেক এসিষ্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, বর্তমানে (পিআরএল) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	প্রতারণা, জাল জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহকদের ৩৯,৪৭,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত এফএ ও সিএও/ সার্বিক/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম ও অন্য ১২ জন।	চট্টগ্রাম রেলওয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি।
মোঃ ওভিউর রহমান খান, সত্বাধিকারী মেসার্স জে, ডি ট্রেডার্স, টেনারি এলাকা ঢাকা ও এ্যাপারেলস টাচ লিঃ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৫,৪১,০৪,৯৯০/- টাকার তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।